

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-২২৫  তারিখঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তি**

**কতিপয় চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং অবহেলার কারণে রোগীদের হয়রানি এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ**

গত 17 জানুয়ারি, ২০২4 তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত “প্রসূতির পেট ছিল কাটা, মা-সন্তান দু’জনই মৃত” শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বামনার ডৌয়াতলা কলেজ রোডে অবস্থিত সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেঘলা আক্তার (১৯) নামের নারীকে অস্ত্রোপচার কক্ষে নেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে মেঘলার ভুল চিকিৎসা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে জীবিত নবজাতক সন্তানকে ফের মায়ের পেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বরিশালে নিতে বলেন চিকিৎসকরা। মেঘলা আক্তার বরগুনার বামনা উপজেলার উত্তর রামনা গ্রামের রফিকুল ইসলাম তারেকের স্ত্রী। ভুক্তভোগী নারীর পরিবার জানায়, সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গত 15 জানুয়ারি বিকেলে প্রসব ব্যথায় কাতর মেঘলাকে ভর্তি করানো হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা সবুজ কুমার দাসসহ ৫-৬ জন মিলে তার অস্ত্রোপচার শুরু করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর মেঘলাকে বরিশালে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। বরিশালে যাওয়ার পথে অবস্থা খারাপ দেখে তাকে ভাণ্ডারিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক, অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। সম্প্রতি ভুল চিকিৎসা এবং চিকিৎসায় অবহেলার কারণে রোগীদের মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। কতিপয় চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং অবহেলার কারণে রোগীদের হয়রানি এবং কখনো কখনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যখাতের অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের অভাবে যত্র তত্র অনুমোদনহীন হাসপাতাল/ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে চিকিৎসক এবং নার্সদের কোন ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়াই অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। অনতিবিলম্বে এসকল অনুমোদনহীন হাসপাতাল চিহ্নিত করে বন্ধ করার পাশাপাশি, দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

**উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনায় কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এবং জেলা জজ মোঃ আশরাফুল আলমকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করেছে। কমিটি সরেজমিন তদন্ত করে আজ ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ কমিশনের নিকট সংযুক্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কমিটির সুপারিশসমূহ আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য বেঞ্চ সভায় আলোচনান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

**তদন্ত প্রতিবেদন**

**অভিযোগঃ** গত 17 জানুয়ারি, ২০২4 তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত “প্রসূতির পেট ছিল কাটা, মা-সন্তান দু’জনই মৃত” শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

 সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, চিকিৎসকের পরামর্শে গুরুতর অবস্থায় প্রসূতি নারীকে বরগুনার বামনা থেকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে ভাণ্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ও তার নবজাতক সন্তানকে মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে বামনার ডৌয়াতলা কলেজ রোডে অবস্থিত সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেঘলা আক্তার (১৯) নামের ওই নারীকে অস্ত্রোপচার কক্ষে নেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে মেঘলার ভুল চিকিৎসা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে জীবিত নবজাতক সন্তানকে ফের মায়ের পেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বরিশালে নিতে বলেন চিকিৎসকরা। মেঘলা আক্তার বরগুনার বামনা উপজেলার উত্তর রামনা গ্রামের রফিকুল ইসলাম তারেকের স্ত্রী। ভুক্তভোগী নারীর পরিবার জানায়, সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গত 15 জানুয়ারি বিকেলে প্রসব ব্যথায় কাতর মেঘলাকে ভর্তি করানো হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা সবুজ কুমার দাসসহ ৫-৬ জন মিলে তার অস্ত্রোপচার শুরু করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর মেঘলাকে বরিশালে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। বরিশালে যাওয়ার পথে অবস্থা খারাপ দেখে তাকে ভাণ্ডারিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। 16 জানুয়ারি দুপুরে বামনা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তারেক হাসান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান ও বামনা থানার ওসি তুষার কুমার মণ্ডল গিয়ে সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তালা লাগিয়ে দেন এবং সেখানে ভর্তি রোগীদের বামনা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, এ ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি পরিচালনার জন্য বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। তাই তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক, চিকিৎসক, নার্সসহ সব স্টাফ পলাতক। বামনা থানার ওসি তুষার কুমার মণ্ডল জানান, লাশ উদ্ধারের সময় মেঘলা আক্তারের পেট কাটা ছিল। তার পেটের ভেতরে ছিল মৃত সন্তান। এ ঘটনায় আটজনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে।

 কাগজপত্রহীন অবৈধ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রসব ব্যথায় কাতর একজন প্রসূতিকে অস্ত্রোপচার করে জীবিত নবজাতক সন্তানকে ফের মায়ের পেটে ঢুকিয়ে অন্য হাসপাতালে প্রেরণের পর নবজাতক ও মায়ের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক, অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। উক্ত ঘটনায় অবৈধ সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ যেমন তাদের দায় এড়াতে পারেন না, একইভাবে যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে কাগজ-পত্র বিহীন এই প্রতিষ্ঠানটি অপচিকিৎসার মাধ্যমে মানুষকে হয়রানি করার কারণে মনিটরিং কর্তৃপক্ষও তাদের দায় এড়াতে পারে না। সুষ্ঠু অনুসন্ধানপূর্বক উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে।

**কমিশনের সিদ্ধান্তঃ** বর্ণিত বিষয়ে কমিশন একটি অভিযোগ গ্রহণ করে; যার নম্বর ব. ০১/২৪। কমিশন হতে আদেশ হয় যে, কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব মো: আশরাফুল আলম (জেলা জজ), সিভিল সার্জন, বরগুনা অথবা তার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি ও কমিশনের উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম বর্ণিত ঘটনা তদন্ত করে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কমিশন বরাবর দাখিল করবেন।

**কমিটিঃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | নাম ও পদবি | কমিটি |
| ক। | জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (জেলা ও দায়রা জজ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন | আহবায়ক |
| খ। | সিভিল সার্জন, বরগুনা অথবা তার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| গ। | জনাব এম.রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন  | সদস্য সচিব |

**কার্যক্রমঃ** কমিটি নিহত মেঘলা আক্তার এর বাবার বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এসময় মেঘলা আক্তার এর স্বামী রফিকুল ইসলাম তারেক, বাবা মো: ছগির হাওলাদার, চাচা হুমায়ুন কবিরসহ ঐ পরিবার ও আশেপাশের লোকজনের সাথে কথা বলে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে। এরপর কমিটি সুন্দরবন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিদর্শন করে এবং বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ শাকিল-আল-মামুন, গাইনী ও প্রসুতি কনসালটেন্ট ডাঃ মোসাঃ খাদিজা আক্তার (হ্যাপি) এর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। এছাড়াও কমিটি ময়না তদন্তকারী ডাক্তার বরগুনা সদর হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ডাঃ নীহার রঞ্জন বৈদ্য, ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা: খায়রুল বাশার, বামনা থানার উপপরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ও বামনা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাসানের জবানবন্দি গ্রহণ করে।

**মন্তব্যঃ**

1. সুন্দরবন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান ও উক্ত ইউনিয়নের সদস্য, 8 নং ওয়ার্ড, মোঃ রেজাউল ইসলাম তার ক্ষমতার অপব্যহার করে সরকারের নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধভাবে হাসপাতাল নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছিল মর্মে প্রতীয়মান।
2. মৃত মেঘলা ও তার কন্যা সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির স্থাপন করে। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যেমন দায় রয়েছে তেমনি নিবন্ধনবিহীন হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধে সরকারের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগেরও এই মৃত্যুর জন্য দায় রয়েছে।
3. বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান অবৈধ সুন্দরবন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিষয়ে অবগত ছিলেন মর্মে বোঝা যায়।
4. ডাঃ খাদিজা আক্তার হ্যাপী স্থানীয় বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট হওয়া স্বত্বেও একটি অবৈধ ক্লিনিকে বসে রোগী দেখেছেন। এর ফলে সাধারণ রোগীদের সাথে প্রতারণা করার জন্য তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে।
5. স্বাক্ষীদের বক্তব্য ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃত মেঘলা আক্তারের মৃত্যু এনেস্থেসিয়া জনিত জটিলতার কারণেই হয় মর্মে প্রাথমিক ভাবে বোঝা যায়। তবে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট ও ভিসেরা রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
6. বরগুনা জেলার কোন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গর্ভবতী নারীদের সিজার সংক্রান্ত অপারেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যা অনভিপ্রেত।

**সুপারিশঃ**

1। সরকারের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক কেন মৃত মেঘলা আক্তারের পরিবারকে 50,00000/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

2। সারাদেশে অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ এবং উক্ত বৈধ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে একজন ডাক্তার দিয়ে সার্জারি/অপারেশন করার বহুল প্রচলিত চর্চা বন্ধে টাস্ক ফোর্স গঠন করে সাড়াশি অভিযান পরিচালনার জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

3। সুন্দরবন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মোঃ মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, 4নং ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ, বামনা, বরগুনা ও একই ইউনিয়ন পরিষদের 8 নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে বলা যেতে পারে।

 4। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন প্রদানের প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী ও গতিশীল করতে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে

 5। সরকারি ডাক্তারদের নিবন্ধনবিহীন হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

 6। বামনা উপজেলার সাবেক ইউএনও জনাব অন্তরা হালদার ও বামনা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম কর্তৃক অনুমোদন বিহীন একটি প্রাইভেট হাসপাতালের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষকে বলা যেতে পারে।

7। ভুক্তভোগীর পরিবারের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে ঘটনার বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে, মামলার তদন্তকাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং ভুক্তভোগী পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশ সুপার, বরগুনা-কে বলা যেতে পারে।

8। বরগুনা জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ে সিজার সংক্রান্ত অপারেশন দ্রুত চালুর জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।